আলেখ্য

সুখের বিলাস এ ত' না,—
হাসির আড়ালে লুকিয়ে যে জ্বলে
বুকের পরম বেদনা !...

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

মূল্য—১॥০

প্রকাশক—দি সুশীল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্

৪৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

৪৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুশীল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড্

হইতে

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বহুভাষাবিদ্ রসজ্ঞ বন্ধু শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে আমার এই প্রথম কবিতাগ্রন্থখানি আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা,
আশ্বিন, ১৩৩৭

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

—বন্ধু !

মনের কথা ছড়িয়ে গেলাম আমার পুঁথির পাতায় পাতায়,—
অশ্রু-ভেজা হাসির সাথে ঝরা-আশার শতেক ব্যথায়।
মোর আঙিনার ফুলগুলি সব—
ভাঙা বুকের ব্যর্থবিভব,
কি জানি হায় কাহার লাগি' রেখে গেলাম কেনই হেথায় !

কাট্‌বে কীটে ;—হয়ত কারো হঠাৎ চোখে পড়্‌বে আসি' ;
হেলায় কেহ চোখ ফিরাবে ; চল্‌বে কেহ উপহাসি'।
জানিনা হায় আমার কথা,
আমার বুকের গোপন ব্যথা
দরদ দিয়ে বুঝবে কি কেউ সমব্যথার ব্যাকুলতায় ?

জাগ্‌ছে কেশে শুভ্র জরা ; সুস্থতা নাই আগের মত ;
সমুন্নত যৌবন মোর আস্‌ছে ক্রমেই হ'য়ে নত।
আর বেশীদিন নয়কো থাকা,
শুন্‌ছি যেন পারের ডাকা,
আকাশ-ধরা এম্‌নি রবে— আমিই শুধু গাইব বিদায় !

সত্যি হবে বিষণ্ণ কেউ আমার বিয়োগ-ছায়াপাতে ?...
সংক্ষেপে শোকপ্রকাশ করে', একটা আলোকচিত্র-সাথে—
হয় ত কেহ চল্‌তি প্রথায়
দেখাবে শেষ-বদান্যতায়।
তুমি দিয়ো মোর কবিতার কালির কালো আমার চিতায় !

নিবেদন

একটি অ-পূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতা ব্যতীত অন্যগুলি "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতি

কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৩৭ — বিনীত গ্রন্থকার



তুমি, তুমি অদ্ভুত আলেয়া—
আঁধারের অকূল পাথারে
দীপ্ত বারে বারে
তুমি মায়া-আলোকের খেয়া,
অদ্ভুত আলেয়া !
ভাঙনের কূলে বসি' যারা
বর্ষে আঁখি-ধারা,

ভাবে আর ভাবে হায়, ভেবে কিছু নাহি পায় ঠিক—
দিনের নাবিক
দিনশেষে ঘরে গেছে ফিরে'
ওপারের তীরে ;
উতল সাগর,
ধীরে ধীরে বেড়ে' উঠে ঝড়,
ডাকে দেয়া...
সহসা হরষে তারা
আত্মহারা
হেসে উঠে সবে
উচ্ছ্বসিত শত কলরবে—
আঁখি-আগে ফোটো তুমি অপরূপ আলোকের খেয়া,
অদ্ভুত আলেয়া !
কিন্তু তার শেষ ফল যাহা,
আহা !
নিদারুণ তাহা !
বিপুল বিশ্বাসে যারা হায়,
ব্যাকুল-চরণে ছুটি' তব পানে ধায়,—
শরণ না পায় ;
সে অকূলে কূল বা কোথায়,—
স্রোতে লুটে, ঢেউয়ে ভেসে যায় !

তুমি, তুমি আলেয়া মায়াবী—
নিশীথের নব অভিসারে
চলিতে আঁধারে
ভয় আসে মনে শতবার
অভিসারিকার ;
ভয়ে আর ভাবনায় কাঁপি',
চমকিয়া—থমকিয়া চলে,
চলে আর টলে ;—
কি জানি গো, মন্-ভুলে যদি কোনো মতে
চলি' ভিন্ পথে,
ভিন্নদেশে
যেয়ে পড়ে শেষে ?...
হে আলেয়া, কোথা হ'তে তুমি আচম্বিতে
অযাচিত আস' আলো দিতে,
জ্বালো দীপালির আলো-বাতি,—
হাসে কালো রাতি ;
সেই তব বর্ণ-ভাতি দেখে'—
সেই স্বর্ণ-শিখা,
ধেয়ে চলে সম্মুখে সবেগে

সে অভিসারিকা ;—
ওই বুঝি মিলন-ত্রিদিব,
ওই বুঝি প্রীতি-নিকেতন, ওই বুঝি জ্বলে সারি সারি
দ্বারে আর বাতায়নে তারি
কনকের হাজারো প্রদীপ !...
প্রাণে বাসি' মধুর পীরিতি,—
পূর্ব্বরাগ-স্মৃতি
মুখে হাসি', কণ্ঠে মধু মরমের গীতি
মৃদু গাহি',
হে আলেয়া, তব পানে চাহি'
গতির তরণী তার বাহি' আর বাহি'
তর-তম ক্রম-খর বেগে
চলে এঁকে বেঁকে।
কিন্তু অবশেষে,
সারা রাতি পথে পথে ঘুরে',
কামনার কটু-তীব্র হুতাশনে পুড়ে',
নিশা-শেষে
আঁখি-জলে ভেসে
চেয়ে দেখে—পথ-হারা, সে যে পথ-হারা !
দু'নয়নে ধারা,
মৌন—মূক-পারা,

সীমা-হারা সুদূর গগনে
চাহে আনমনে !

অ-লোক আলোক

অপূর্ব্ব আলেয়া তুমি—নানারূপে ফেরো নানা লোক।
কোথা তুমি জ্বলো প্রেত্-বাতি,
স-মশাল ডাকাতের দল কোথা চলো করিতে ডাকাতি,
কোথাও বা তুমি
বিকৃত বায়ুর নৃত্য—দীপ্ত করি' সিক্ত জলা-ভূমি ;
এইরূপে আরো কত আর,
কতজনে কহে ;—কিন্তু, কোন্ রূপ স্বরূপ তোমার ?

হে আলেয়া, হে অদ্ভুত, হে বিচিত্র বহুরূপী আলো,
বুঝিয়াছি, তুমি বাসো ভালো—
যে পরম আলোকের তরে
আকুল অন্তরে
নিখিলের নিখিল মানব
করি' কলরব
নিত্য কত করে'
শিখরে সাগরে

দলি' শিলা, ঠেলি' ঊর্ম্মি, মথি' ঝঞ্ঝা-ঝড়ে,
তিমিরের স্তরে স্তরে স্তরে
গহন-গহ্বরে
মত্ত ফিরে' মরে,
সেই আলোকের মুখে তুমি এক মিথ্যা আলো জ্বালি'
ভালোবাসো করিতে কেবল ক্রূরতার কূট চতুরালি !
হে চতুর, ওরে,
আরো বুঝিয়াছি আমি, ও চাতুরী তোরে
করিবে না শেষ-জয়ী—একদা নিশ্চয়
নম্রশিরে মেনে নিতে হবে পরাজয়—
মর্ত্ত্য মানবের হবে জয় !
একদিন সেদিন আমরা
মরণের কালো বুক চিরে'
সেই আলোটিরে
চিনে' লব, জিনে' লব—সেই কালো-হরা
অ-মৃতের আলো মনোহরা !
সেইদিন মানবের মহা-মহোৎসবে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সেতু-বন্ধ হবে ;
দুঃখ যাবে, দৈন্য যাবে,—একমাত্র আনন্দের সুরে
বিশ্ব রবে পুরে' !

ফুল

তরু তারে পাতায় ঢাকে,
আকাশ ডাকে,—"আয় হেথায় !"
পাপড়ি-পাখায় মাতন লাগে,
বোঁটার বাঁধন ফুলের পায় ।
মর্ত্ত্য-মাটির দুলালী ফুল,
আকাশ তারে কর্‌লে আকুল,
আলোর ছলে গাল রাঙালে
অনুরাগের লাল চুমায় !

তরু তারে পাতায় ঢাকে,
আকাশ ডাকে,—"আয় হেথায় !"
মায়া তারে সীমায় বাঁধে,
অ-সীমা তার মন মাতায় !
মর্ম্ম-কোষে কাঁপন ধরে,
পরাণ চুঁয়ে পরাগ ঝরে,
গন্ধে মিশে' যায় সে ভেসে,—
মাটির কূলে লুটায় কায় !

প্রকৃতির পুরুষ-পূজা

প্রভাত আসে জবার সাজি নিয়ে,
সন্ধ্যা আনে সাঁঝ-মালতীর
সাজ সাজিয়ে।
বস্‌ব আমি তোমার পূজায়,—
বিশ্ব নাচে ব্যাকুল বেজায়
কান্না-হাসির ঘণ্টা-কাঁসির
বাজ বাজিয়ে।

গ্রীষ্ম জ্বালে পঞ্চপ্রদীপ পূজার,
বর্ষা ঢালে বিপুল বারি—
ঘটের, কোষার।
শরৎ বহে শতেক ভারে
ভোগের নানান উপচারে,
আঘন ভরে চন্দন্‌-দান্‌
নীহার দিয়ে!

শীত সে দানে ধূপতিতে
ধূপ কুয়াসার,
মাধব ঢুলায় মলয়-বাতাস
মন্দ মধুর চামর-পাখার।
পূজারিণী এখন আমি
পূজতে বসি জীবন-স্বামী,
পূজার তসর পরা হ'ল
মলিন বসন তেয়াগিয়ে।

প্রেম

প্রেম সে ফুটে কাঁটার কেয়া—
দুর্দ্দিনেরি দারুণ দেয়া
নিবিড় যখন বুকে ;
তার সুরভি হর্‌বি যদি
সইবি কাঁটায় কাটার ক্ষতি,
বইবে চোখে অশ্রু-নদী—
ফুট্‌বে হাসি মুখে !

মূকের ভাষা

কণ্ঠ তারে পায় না নাগাল,
বাজ্‌ল না সে বীণার তারে,
শব্দ-সাগর স্তম্ভিত তার
স্তব্ধতারি তোরণ-দ্বারে।
তর্জ্জনী তার ওষ্ঠ-পুটে,
তার কাননে পুষ্প ফুটে—
গায় না পাখী ; ভাব-পরিমল
ছড়ায় শুধু বারে বারে !

কণ্ঠ তারে পায় না নাগাল,
বাজ্‌ল না সে বীণার তারে,
মৌনময়ী মূকের ভাষা—
অর্ঘ্য আমি কী দিই তারে ?
নিমেষ-হারা নভস্ হ'তে
নাম্‌চে নীহার নীরব স্রোতে,
নয়ন-দানী দিলাম ভরে'
অশ্রু-গাঁথা দৃষ্টি-হারে !

আজ্‌কে ভোরে

আজকে ভোরে দুয়ার খুলে'ই
জাগল মনে একটি কথা ;
ওগো আকাশ,—ভোরের আকাশ,
সে যে আমার প্রাণের কথা !
ও শরতের সুনীল আকাশ,
এই যে তোমার আলোর বিকাশ
জলে-স্থলে বাইরে-ঘরে
সকল ঠাঁয়ে ছড়িয়ে যাওয়া—
একটা উদার প্রীতি যেন !
একটা মহান্ স্নেহের চাওয়া !

কাঙালেরি ভাঙা কুঁড়েয়,
রাজার রাঙা প্রাসাদ-শিরে,
সুবাস-ভরা কমল-বনে,
পচা-ডোবার কুবাস নীরে,
সাগর-কোলে, শিখর-'পরে,
এইযে আলো সমান-করে
উচ্চে-নীচে ছড়িয়ে দেছ
ভগবানের দয়ার মত—

বৃহৎ হৃদয়খানি করি'
ক্ষুদ্র পানে অবনত—

এই আলোরি একটি কণা,
ওই হিয়ারি একটু ছোঁওয়া,
একটু হাওয়া—অবারিত
ওই দানেরি অঙ্গ-বওয়া,
একটুখানি আরো নুয়ে
যাওগো আমার হিয়ায় থুয়ে ;
আমিও যেন, ওগো, আমার
ক্ষুদ্র হিয়ার ক্ষুদ্র প্রীতি—
হউক ক্ষুদ্র—এম্‌নি ধারা
বিলিয়ে দিতে পারি নিতি !

শরৎ-প্রভাত

শরৎ-প্রভাত—সোনার স্বপন
আকাশেরি নীল পাথারে
ভেসে বেড়ায় হাল্‌কা মেঘের ভেলায় ;
কল্পপুরীর প্রজাপতি
অপরাজিতার নীল কাতারে
পল্‌কা পাখা পুলক-ভরে খেলায় !

ঠাকুরদা ও নাতি

ঠাকুরদা ও নাতি—
সাঁঝ পেল কি কুড়িয়ে পথে
প্রভাতকে তার সাথী ?
বিসর্জ্জনের সাম্‌নে আসি'
বোধন এ কি বাজায় বাঁশী ?
শুক্‌ন ডালে কে সাজালে
সবুজ পাতার পাঁতি ?

ঠাকুরদা ও নাতি—
ভাটার মুখে একটা যেন
উঠ্‌ল জোয়ার মাতি' !
বিধবাটির কোলের টেরে
বিয়ের চেলি কস্তাপেড়ে,
জ্বল্‌চে শ্মশান-ঘাটের বাটে
প্রসব-ঘরের বাতি !

ঠাকুরদা ও নাতি—
পূরবী আর ভৈরবী দুই
সুর বাজে বিবাদী !

দূরে-দূরে

যদি বাহুর বাঁধনে ধরা নাহি দিবে,
দূরে থাকা যদি সাধ,
তুমি কমলের হিয়া নিয়া দাও গড়ে'
এ হিয়া আমার নাথ
অরুণের মত যামিনীর শেষে
মাঝে মাঝে, প্রিয়, দেখা দিয়ো এসে,
সুদূর বিরলে দাঁড়াইয়া শুধু
করিয়ো দৃষ্টিপাত—
আমি কমলেরি মত নয়নে হেরিয়া
মিটাব মর্ম্মসাধ !

তুমি লইয়াই এস হায়ণের মধু
মৃদু সুকোমল জ্যোতি,
আর নিদাঘ-দিবারি প্রচণ্ড জ্বালা—
নাহি ক্ষতি ! নাহি ক্ষতি !
আমি সমান হরষে উঠিব দুলিয়া,
হৃদয়ের দল ধরিব তুলিয়া,
কমলেরি মত দূরে দূরে একা
করিব জীবন-পাত—
দূরে থাকি' ওই পদে নিবেদিব
পরাণের প্রণিপাত !

দূরের মিলন

মিলন হ'ল ভালো !
কাছের পাওয়া পাইনি কেহ,
পরশ-হরষ পায়নি দেহ,
কেমন করে' এমন করে' প্রাণ তবু জুড়ালো ?
পিয়াসা পুরালো ?

দুজনে দুই তীরে—
বিজন ঘাটে নেইকো ভেলা,
বন্ধ খেয়া সন্ধ্যে-বেলা,
নেইকো সেতু-বন্ধ নদীর অধীর উজন নীরে !
সাঁতার জানিনি রে !

ছিলাম দূরে দূরে—
কেউ কাহারো একটি কথা
শুন্‌তে মোটেই পাইনি তথা,
উতল নদীর করতালির
উছল চল-সুরে
আকাশ ছিল পুরে' !

মিলন হ'ল ভালো !
চারটি চোখের নিচুপ চাওয়া
মিটালো সব চাওয়া-পাওয়া,
দুইটি মুখের নীরব হাসি
জ্বাল্‌ল প্রেমের আলো-
হর্‌ল হিয়ার কালো !

পথ

দূর্ব্বা দিলে সব্‌জে সাড়ী
পরিয়ে এসে তায়,
শিউলী এসে সাদার জরী
সাজায় সাড়ীর গায় ।
অপ্‌রাজিতা উজল নীলে
ওড়্‌নাটি তার রঙিয়ে দিলে,
হিজল বলে হেসে,—তোমার
আল্‌তা পরাই পায় ।

কোকিল বলে, কণ্ঠ খোলো ;
ঝিল্লী বলে, ধরো
এই যে কাঁকণ, এই যে ঘুঙুর,
এই যে ঝুমুর—পরো ।।

নীহার বলে কেঁপে কেঁপে,
আর কেন ছাই নয়ন ছেপে ?
পথ বলে,—হায়, পথিক-পায়ের
পরশ সে কোথায় !

সলজ্জ

বাতাস লেগে ফুলটি কাঁপে—
পাতার তলের ফুলটি,
শুক্তি-কারার কবাট খুলে’
হাস্‌ছে মোতির দুলটি ;
জাগ্‌ছে জোয়ার-জলের থেকে
মগ্ন নদীর কূলটি !

দৃষ্টি, সলাজ দৃষ্টি তোমার,
ঘোম্‌টা-পরা দৃষ্টি,
কেমন কোরে জানাই তোমায়
কেমন লাগে মিষ্টি ;
ধূপের ধোঁয়ার আবছায়াতে
জ্বল্‌ছে দেউল-দীপটি !

ব্যর্থ

পঙ্ক-প্রাচীর পেরিয়ে কমল
আন্‌চে ব'য়ে হিয়ার দলে
অনুরাগের যে বাণী রূপ্‌-রাগের ছলে,
রবি যদি সে তার কথা
সে তার বুকের রাঙা ব্যথা
বুঝ্‌তে নারে,—মেঘের আড়ে
লুকিয়ে শুধুই রয় বিরলে,
ছিল যে তার থাকাই ভালো পঙ্ক-তলে !

ব্যাকুল গোলাপ কাঁটার ব্যথা
আপন বুকে আপ্‌নি স'য়ে
দেউল-দোরে আস্‌চে হাসি-গন্ধ ল'য়ে,
দেব্‌তা যদি ব্যথার সে দান
রক্ত-মাখা সে রাঙা প্রাণ
হেলায় ঠ্যালে—গোলাপ যদি
পূজার কাজেই লাগল না হায়,
শীতের মরণ কেন আহা ডাক্‌ল না তায় !

দু'ফোঁটা অশ্রু

কোন্ মুকুতার মালা হ'তে খসা
মোতি তুই,—
কোন্ কাননের অঞ্চল-ঝরা
তাজা যূঁই ?
কোন্ রতি—তার স্বেদের বিন্দু,
দু'কণা জ্যোৎস্না—কোন্ সে ইন্দু,
কোন স্বাতী হ'তে গলে'-পড়া সুধা
ফোঁটা-দুই ?

কী দিব তুলনা, অশ্রু রে ! তোর
তুল তুই,
শচীর শ্রবণ-বিচ্যুত দুটি
দুল তুই !
কোন্ শরতের নিশীথ-নীহার,
দু'ফোঁটা বেদনা ব্যথিত কাহার,
আঁখি-পুটে কোন্ দেবতা-পূজার
ফুল তুই ?

খোকার মুখের চুমা

আল্‌গোছে কে ছোঁয়ায় গালে
গন্ধরাজের দল,—
পদ্মপাতার পাখার বাতাস
কে বুলালে বল্‌ ?
ছল কোরে কে দাঁড়িয়ে দূরে
মার্‌লে পরাগ-পঙ্ক ছুঁড়ে,
খোকার মুখের চুমা,—চুমা
এম্‌নি সুকোমল !

খোকার মুখের চুমা,—চুমা
এম্‌নি সুকোমল,
আল্‌গা চুমা, হাল্‌কা চুমা,
সরস—সচপল ।
বাইতে গিয়ে পাখার তরী,
প্রজাপতি—হাওয়ার পরী
পরশ কোরে যায় কি আমার
গণ্ড-তট-তল !

নারী

বরণ দিল বিভাবরী—
শরৎ-পূরণিমা,
শিরীষ দিল পেলবতা,
প্রভাত—তরুণিমা।
আকাশ দিল নীল-ঘন
আঁখির নিবিড়তা,
গতির লীলা—বাতাস-কাঁপা
অলস বন-লতা।
সন্ধ্যা দিল স্নিগ্ধ হাসি—
মধুর মনোহারী !
তুমি আরো কি চাও নারী ?

যৌবনেরি পুলক দিল
ফাল্গুনেরি দিবা,
ফল্গু দিল প্রণয়—গোপন-
উৎসারিত কিবা।
সাগর দিল গম্ভীর হিয়া,
সরম দিল কুঁড়ি,

স্বরগ সে যে সকল দেহ
রসেই দিল পুরি' ।
নীহার দিল নয়ন-পুটে
অভিমানের বারি !
তুমি আরো কি চাও নারী ?

প্রকৃতিরই বীণায় বেজে
উঠ্‌ল নারীর কথা,—
"পূজার বেলা যায় যে ব'য়ে,
পুরুষ তুমি কোথা ?"

ঠোঁটের ফাকের দাঁতটি

ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতটি,—
সাঁঝ-আকাশের ফাগ-সাগরে
শুভ্র শিশু চাঁদ কি !
পাপ্‌ড়ি-মেলা গোলাপ-ফুলে
কুঁদ্‌-কুঁড়ি কে গাঁথ্‌লে ভুলে',
ঊষার শিরে বুলায় কি রে
শুকতারা তার হাতটি !

ঠোঁঠের ফাঁকের দাঁতটি,—
বক্ষে বিশদ মেঘোত্তরী
শরৎ-পরভাত কি !
সীমন্তিনীর সিঁত-সিঁদূরে
ছড়াতে 'লাজ' পড়ল উড়ে',
চন্দনেরি বিন্দু-পরা
আরক্ত ললাট কি !

প্রজাপতি

রেশ্‌মী পালের পান্‌সী ভিড়ায়
কে মোর বাগানে,—
টান্‌ল কি প্রাণ রোশ্‌নি-ফোটা
ফুলের দোকানে ?
হাওয়ায় কাঁপে হাল্‌কা তরী,
আলোয় জ্বলে পালের জরী,
নাম্‌ল যেন নাচের পরী
পল্‌কা পাখা নে' !

উপ্‌চে পড়ে মৌ-পরিমল
পাপ্‌ড়ি-গেলাসে,—

পান-পুলকে মাত্‌ল মাতাল
প্রভাত-বেলা কে ?
টলে'-ঢলে' হেলে'-দুলে'
কে ত্বায় পাড়ি ফুলে ফুলে,
মন মজেছে মনোহারী
খুসীর খেলাতে !

রেশ্‌মী পালের পান্‌সী ভিড়ায়
কে মোর বাগানে,—
এই এখানে ভিড়েই-ভিড়ে,
ফিরে'ই সেখানে।
রূপ-চুয়ানো রস-সিরাজী
কাড়্‌ল পরাণ কাড়্‌ল আজি,
চুপ তোরা কর !—নেই অবসর
রসের জোগানে !

সিন্ধবাদ

সাত-সাগরের পারের পাহাড়,
সেথা আছে কোন্ গুহা,

মুখ হ'তে যার উঠিছে সতত
জ্বালাকুণ্ডের ধূঁয়া।
সেথায় কোথায় তপ্ত শিলায়
ফিরে শত ফণী গর্জ্জ-লীলায়,
জ্বলিছে তাদের মাথায় মাণিক—
কে যাবে আনিতে উহা ?
কী দেখাও ভয় ?—হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;
সিন্ধু-সরণে নির্ভয়মনে
চলিছে সিন্ধবাদ !

সাত-সাগরের পারের সে দ্বীপ,
সেথা সে গহন বন,
শাখায় শাখায় কণ্টক যার,—
বিষ-লতা বিভীষণ ;
সেথায় কোথায় পাতার পিছনে
লুকিয়ে ফুলটি ফুটেছে বিজনে,
সে ফুল আহরে কে আছে সাহসী,
কে যাবে, কোথা সে জন ?
কী দেখাও ভয় ?—হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;

সিন্ধু-সরণে নির্ভয়মনে
চলিছে সিন্ধবাদ !

সাত-সাগরের পারের সে দেশ,
সেথা অচলায়তন,
দ্বারে দ্বারে যার ফিরিছে শান্ত্রী
অসংখ্য অগণন ;
সেথায় কোথায় আঁধার-কোঠায়
বন্ধ-ঝাঁপিতে আঁটা-কৌটায়
সাত-পুরুষের লক্ষ্মীর কড়ি,—
কে আনে করি' হরণ ?
কী দেখাও ভয় ? – হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;
সিন্ধু-সরণে নির্ভয়মনে
চলিছে সিন্ধবাদ !

সাত-সাগরের পারের যাত্রা,
সেও যেতে শত বাধা—
পিতার বিত্ত, জননীর কোল,
বধূর বাহুর বাঁধা ;

প্রবল ঝঞ্ঝা, মগ্ন-পাহাড়,
ভীম হিমশিলা,—আরো কত আর !
সে বাধা ঠেলিয়া কে অকুতোভয়
কে চাহে তুফানে-মাতা ?
কী দেখাও ভয় ? হয় হবে জয়,
নয় হবে প্রাণ-পাত ;
সিন্ধু-সরণে নির্ভয়মনে
চলিছে সিন্ধবাদ !

...

সিন্ধু-সরণে নির্ভয়মনে চলিছে সিন্ধবাদ,—
ভাগ্যে তাহার শাস্ত্র তাহারে
করে না শস্ত্র-পাত !

সাঁঝের অতিথি

বাতাস-দোলায় দুলিতে দুলিতে,
ওগো বাদলের কালো মেঘ,
আঙনে আমার নেমে এলে যদি,—
আঁখি-জলে করি অভিষেক !
ওগো মেঘ, তুমি কি দেখিছ চাহি' ?
আয়োজন কিছু নাহি মোর নাহি—

আমার এ পূজা আঁখি-জলে শুধু,
নাহি আঁখি-জল ব্যতিরেক!
ওগো সুন্দর সাঁঝের অতিথি!
ওগো বাদলের কালো মেঘ!

ধরণী তোমারে দিবে বলি' ওই
রচিয়া রেখেছে নীপ-তোড়া,
বনানীর বীণে বাজে আগমনী—
"এস মেঘ ওগো মন-চোরা!"
সরসী সাজায় কমলের ডালা,
পল্বল গাঁথে কুমুদের মালা,
ধনীরা তোরে করিবে বরণ,
তোরণে তোরণে যূঁই, চাঁপা;—
কাঙালেরা ওই কাজরী গাহিছে,
কুটীরে কুটীরে ভূঁই-চাঁপা!

কিন্তু ও মেঘ, শাঙনের মেঘ,
আমারি দুয়ারে এলে যে এ,—
কি আছে আমার, কিবা দিব দান,
আমি যে কাঙাল সবা চেয়ে!
না, না, এস এস সাঁঝের অতিথি!
তোমার পরম-পরশে যে হৃদি

পুরিয়া উঠিল প্রীতি-রাগে রাঙা
সন্ধ্যা-মালতী ফুল-দলে।
আঁধার আমার নাহি আর,—এযে
তোমারি বিজুরী-বাতি জ্বলে!

মাতৃমিলন

আজি অন্তরেরি অন্ধকারের পাপ্‌ড়ি বিদারি'
উঠ্‌ল হাসি' লক্ষ দলে বক্ষ বিথারি'
দেখ্‌রে আমার জীবন-ঊষার
আলোর শতদল।
আজি দুর্দ্দিনেরি জীর্ণ গুটি দীর্ণ করিয়া
উড়্‌ল সোনার প্রজাপতি পক্ষ ধরিয়া
আমার নবীন আনন্দেরি
প্রজাপতির দল।

ওরে অনেক দিনের পরে
রাত্রি আমার ঠেক্‌ল—প্রভাত-
পরশমণির 'পরে।
জলদ আজি তরুণ রূপে
উঠ্‌ল সাজি' অরুণ রূপে,

বর্ষা আজি শরৎ-রূপে
উঠ্‌ল রাঙিয়া—
বৃষ্টি-বারি শিউলী-রূপে
আগুন ভরি' ঝরে।
আজ প্রভাতে—সু-প্রভাতে,
সুপ্তি-কাকের পক্ষ-'তা'তে
ডিম ফাটি' ওই নতুন-আঁখি
উঠ্‌ল জাগিয়া—
জাগরণের পিক-শিশুটি
পুলক-ভরা স্বরে।
আজি অনেক দিনের পরে
আশ্বিনেরি দেবী আমার
আস্‌ল হিয়ার ঘরে।
মর্ম্ম-কোষের প্রাণ-কুঁড়ি মোর
চরণ ছুঁয়ে গন্ধে যে ভোর,
আত্মা-মধু পড়্‌ল দেবীর
পরম চরণে—
নিখিল আমার প্রেমের গোপন দান;
মায়ের মরণ-হরণ চরণ হ'তে
বিন্দু-ক্ষরণে
ক্ষর্‌ল নীহার অ-মৃতেরি বান!

শিশু

ওষ্ঠপুটের গেলাসে পুরিয়া
গোলাপী হাসির সুধা,
স্বর্গ হইতে এলে কি দেবতা
দূরিতে প্রাণের ক্ষুধা ?

নয়নে মাখিয়া নীলিমা নভের
তুমি কি অমরা-আলো,
মূর্ত্তি ধরিয়া নামিলে ধরায়
হরিতে হিয়ার কালো ?

মন্দাকিনীর অমৃত-সলিলে
করিয়া শান্তি-স্নান,
জুড়াতে কি এলে তাপিতে হে প্রিয়
স্পর্শ করিয়া দান ?

আর্ত্তে তারিতে মর্ত্ত্যে ফিরিয়া
এলে কি আবার যীশু ?
গৃহের গোকুলে এলে কি গোপাল,
হে শিশু, আমার শিশু !

বসন্তে বর্ষা

বর্ষা আবার এল ফিরে'
বসন্ত-বনে,
বৃষ্টি পড়ে—আকুল বকুল
বিন্দু-পতনে।
কামিনী-ফুল ভূতল 'পরি
যূঁইয়ের ঝরা পড়্‌চে ঝরি',
বকের পাখা যায় গো দেখা
বকের বিপিনে ;
ভূঁইচাঁপা আজ সাজ্‌ল চাঁপা
নিয়েচি চিনে !

বর্ষা আবার এল ফিরে'
বসন্ত-বনে,
তেম্‌নি অকূল বিপুল ঘন
শ্যামল স্বপনে।
মেঘ কোথা ?—আজ মেঘ সমুদায়
নেমেচে ওই বন্‌-শ্যামিকায়,

বনের জোনাই উঠ্‌ল তারা
সুদূর গগনে ;
কাক হ'য়েচে কোকিল আজি
যাদুর লগনে !

পিয়ার গালের ছোট এক তিল

পিয়ার গালের ছোট এক তিল
সেই এত লাগে ভালো কি—
গোলাপের লালে ছায়াটি পড়েছে
ভোম্‌রা-কায়ার কালো কি ?
ফাগের সাগরে নভের-বরণ
নীলকমলের নব জাগরণ,
কি যে মায়া জানে কি মোহ যে আনে
আমিই জানিনে ভালোটি ।
পিয়ার গালের ছোট এক তিল—
একফোঁটা ওই কালো-কি !
খুশহাল যদি রহিত বাঁচিয়া
কহিতাম আমি তাকে যে,

চিনির দোকানী হাবস্রী শিশুটি
চিনি হ'তে মিঠা লাগে হে !
পিয়ার গালের ছোট এক তিল
উপমা মেলে না তারি যে—
পলাশ-বনের কোণে বসে' হাসে
এ অপরাজিতা-নারী কে ?
ঊষার দুয়ারে নিশা কি তাহার
ভুলে, গেছে ফেলে একটু আঁধার ?
কনকের থালে মাণিকের কণা
নিখিলের মনোহারী যে !
নয়নের প্রাণ পুলকে পাগল,
পাগলে ফেরাতে নারি রে !
খুশ্‌হাল যদি রহিত বাঁচিয়া
কহিতাম আমি তাকে যে,
চিনির দোকানী হাবস্রী শিশুটি
চিনি হ'তে মিঠা লাগে হে

পিয়ার গালের ছোট এক তিল
তুলনা যে তার নাহিকো—
বোশেখের রোদে আষাঢ়ের মেঘ,
স্নিগ্ধ শান্তিদায়ী গো !

রূপের-মোহানা মুখ-সুষমায়
অশান্ত-আঁখি পাছে ডুবে' যায়,
কালো দ্বীপ এক কাছে তাই আছে
শান্ত-সলিল-শায়ী ও !
পিয়ার গালের ছোট এক তিল
তুলনা যে তার নাহি কো !
খুশহাল যদি রহিত বাঁচিয়া
কহিতাম আমি তাকে যে,
চিনির দোকানী হাব্সী শিশুটি
চিনি হ'তে মিঠা লাগে হে !

পিয়ার গালের ছোট এক তিল
কিবা কব তার কথা গো—
স্থল-কমলেরে আল্‌গোছে ছোঁয়
শিশু এক শ্যাম-লতা গো !
পূর্ণিমা-চাঁদে যেন সুন্দর
কলঙ্ক-টীকা কালো মনোহর,
যশোদার কোলে কালাচাঁদ যেন—
হেরিলে জুড়ায় ব্যথা গো !
খুশ্‌হাল যদি রহিত বাঁচিয়া
কহিতাম আমি তাকে যে,

চিনির দোকানী হাবসী শিশুটি
চিনি হ'তে মিঠা লাগে হে !

অনন্তের ডাক

আকাশের মেঘ-রন্ধ্রে, অন্ধকারে তুমি চেয়ে থাকো-
তারা হ'য়ে,
আঁখির পলক হারা হ'য়ে ;
ডাকো, ডাকো, তুমি মোরে ডাকো
আভাসে, ইঙ্গিতে, শত ডাকে ;—
আমি থাকি ক্ষুদ্রতার সীমা-নাগপাশে
ধরণীর একপাশে
বাঁধা শত পাকে—
চারিদিকে স্বার্থ-কোলাহল,

সংগ্রাম-সংঘাত,
ঘাত-প্রতিঘাত,
তবু মাঝে মাঝে আসে কানে
তব ডাক,—উদাস করিয়া দেয় প্রাণে ।

চারিদিকে কামনা-অপ্সরী
খেলে লুকোচুরি-খেলা—করতলে মোর দুটি চক্ষু চেপে ধরি'
দৃষ্টি রোধ করি' ;
তবু মাঝে মাঝে যেন অঙ্গুলির ফাঁকে,
আঁখির কিরণ তব আসি' মোর লাগে
নয়নের আগে
আলোহিত রাগে...
সে কিরণে ফুটে' উঠে অন্তরের ফুল—
ঊর্দ্ধ-পানে মেলি' বাহু, আরো ঊর্দ্ধে উঠিতে ব্যাকুল ;
বৃথা ঝাপটিয়া মরে পাপ্ড়ির পাখা শুধু তার,—
পা'য় দৃঢ় বাঁধন বোঁটার !

হে উদার, হে অশেষ, হে চিরউদাসী,
বাজে, বাজে, বাজে তব মোহনিয়া বাঁশী ;—
আমি থাকি সংসারের মাঝে
ব্যস্ত শত কাজে,
চারিদিকে সংস্কার-শাসন,
বেষ্টনী-বন্ধন—
রাধিকার চারিপাশে যেন গুরুজন ;
তবু আমি রহি কান পাতি',
ধোঁয়ার ছলনা করি' কাঁদি,

সংসার-সীমায় বসি' শুনি তব বাঁশরীর তান,
স্থদূরের গান।
মনে হয়, বৃথা এ সংসার,
ভালো কিছু নাহি লাগে আর,
ভাবি, চলি চুপি-চুপি বাহিরি' আঁধারে
তব অভিসারে ;
কিন্তু হায়, সম্মুখে দুস্তর
মায়া-কালিন্দীর স্রোত—তরঙ্গের স্তর !

ডাকো, ডাকো, ডাকো, তুমি ডাকো
হে প্রমুক্ত বায়ুর প্রবাহ, বাহিরের হে মুক্তি বৃহৎ,
অবকাশ,—হে শূন্য মহৎ,
বদ্ধ পিঞ্জরের ফাঁকে তুমি চেয়ে থাকো ;
আমি পিঞ্জরের পাখী,
ক্ষুদ্র পাত্রে বদ্ধবারি—ক্ষুদ্র খাদ্যে তৃপ্ত হ'য়ে থাকি ;
নেই নির্ঝরের জল,
গিরি-বন-জাত ফল,
তবু কেন ভ্রান্তি-ভরে ভাবি স্থখে আছি ?—
নিরুদ্বেগে বাঁচি !
কিন্তু থেকে থেকে যবে শুনি তব ভাষ,
পাই তব দৃষ্টির আভাস,

মনে করি, চলি আমি ধেয়ে—
পাখা মেলি' মহাশূন্য বেয়ে ;
কিন্তু বৃথা—সম্মুখে যে সুদুর্গম পিঞ্জরের বাধা,
আমি বন্দী—বাঁধা !

যাব, যাব, তবু আমি যাব,—
হে অনন্ত, বল' বল' আমি তোমা পাব !
পাপড়ির ডানা খুলে, তুলে',
মুক্তির আনন্দে দুলে' দুলে',
দেখিব পরাণ-পণে
টুটিতে পারি কি নারি বোঁটার বাঁধনে...
জানি আমি, হায়,
বোঁটা যাবে টুটে',—ম্লান মর্ত্ত্যের মাটিতে পড়ে' লুটাইবে কায় ;
তবু আমি সৌরভের রূপে,
হে অসীম, ভেসে যাব তোমার মাঝারে চুপে-চুপে !

আমি যাব, ওগো আমি যাব,—
হে অনন্ত, বল' বল' আমি তোমা পাব !
এড়াইয়া সংস্কার-শাসন,
বেষ্টনী-বন্ধন,
কোন' ফাঁকে এই স্থূল আমি যদি যেতে নাহি পারি বাহিরিয়া,—

রাধা হ'য়ে অভিসারে
কালিন্দীর পারে
একেলা আঁধারে
যাবে, যাবে মোর সূক্ষ্ম হিয়া !

আমি যাব, যাব, আমি যাব,—
হে অনন্ত, বল' বল' আমি তোমা পাব !
খাঁচার প্রাচীর-'পরে পাখা আছাড়িয়া
যায় যাবে প্রাণ বাহিরিয়া,
তবু আমি—কলকণ্ঠ ভরি'
গাব বিপুলের গান বারবার করি' ;
আর সেই সঙ্গীতের সুর-মূর্ত্তি ধরে'
দিব পাড়ি সীমা-হারা তোমার সাগরে !

মুক্তি

মনের দোরে ঘা দিয়েচে
বনের বায়ুতে,—
ঢেউ লেগেচে কোণের বধূর
মরম-স্নায়ুতে ।

দুয়ার খুলে,' নয়ন তুলে,'
বাহির চেয়ে হৃদয় ভুলে !
পথের বাঁশীর সুর বাজে আজ
ঘরের সাসিতে ;—
বুকের ঘাটে বান এল, প্রাণ
চায় যে ভাসিতে !

ঘোম্‌টা নাহি, কে যায় বাহি'
প্রভাত-সরণি—
নীড়ের পাখী কে বায় নভে
পাখার তরণী ?
কোন্‌ অসীমে উধাও মরম ?
শঙ্কা কি নেই ? নেই কি সরম ?
সত্য যাহার চিত্তে জাগে,
অম্‌নি সে কি রে
অতীত করে সকল সীমা—
সকল ফাঁকি রে !

হাসি

অশ্রু-সাগর পার হ'য়ে আজ
এল আমার হাসি,
ভাঙা বুকের বেলায় বসি'
বাজায় রাঙা বাঁশী।
সাত-সাগরের-নাওয়া হাসি
সাগর-ফেণা-জড়া,
কণ্ঠে মোহন মোতির মালা
স্বাতীর জ্যোতি-ভরা।
পাখায় ঝরে শীকর-কণা,
চোখের কোণে জল,
সাত-সাগরের-ধোওয়া হাসি—
কেমন হাসি বল্ ?

কোন্ অমরার হাসি আমার,
কোন্ আকাশের আলো,
নিখিল-তিমির কর্‌লে উজল
নিবিড়-ঘন কালো ?

কোন্ সুদূরের হাসি আমার,
কোন্ বিদেশের বঁধু,
তুষার-তোরণ পেরিয়ে এলে
ফুল্-ফাগুনের মধু ?
ও হরষের হাসি আমার,
গো অ-মৃতের হাসি,
মরণ ঠেলে' বেরিয়ে এলে—
তোমায় ভালোবাসি !

কালো বেণী

সাদা পিঠে দুল্‌চে বেণী
দিব্য কালো কার,—
মর্ম্মরেরি রাণায় কালো
লহর যমুনার !
বেলার ঝাড়ে আঁকা-বাঁকা
আকুল ভ্রমর কাঁপায় পাখা,
দিনের দেহে বুলায় তমাল
ছায়ার আঁচল তার !

সাদা পিঠে দুল্‌চে বেণী
দিব্য কালো কার,—
দেখ্‌তে যদি তোমরা তবে
দেখ্‌তে কী বাহার !

শিউলী-ভরা 'সজের' থালা
দূর্ব্বাতে কোন্ সাজায় বালা,
পিক জুটেচে আমন্ত্রণে
সভায় বলাকার !

বনের পাখী

সে আসে এক বনের পাখী—
নাম নাহি তার জানা—
বন-বরণ ঘন-সবুজ ডানা ।
মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে
হাওয়ার দুরী যায় সে ভেসে,
নয়নদুটি নীল আকাশের
নীলের তুলি টানা

আকাশ ও বন আছে যেন
মূর্ত্ত হ'য়ে তাতে—
আলোক-ছায়ার বিচিত্রতার সাথে।
আঁখি-আলোর ঝলক দিয়ে
মেঘের কালো দেয় জ্বলিয়ে,
রোদের জ্বালা জুড়িয়ে সে দেয়
ডানার ছায়া-পাতে।

সে আসে এক বসন্তেরি
ক্ষুদ্র সংস্করণ—
অঙ্গ, সবুজ বসন্তেরি বন।
মলয় বহে পক্ষ-পুটে,
রক্ত-ঠোঁটে পদ্ম ফুটে,
কণ্ঠে বাজে কুহু-কেকা'র
মিশ্রিত কূজন।

কি জানি কোন্ বনের পাখী—
নাম নাহি তার জানা—
কোথায় সে যায় কে জানে ঠিকানা!
জানিস্ যদি বল্ মোরে বল্,
মাথার কিরে করিস্‌নে ছল,

মনের পাখীর মন মজেছে
মানেই না যে মানা !

মোহ

কে যায় ?—"মানব-মনের মৃগ।"
কোথায় ?—"মৃগ-তৃষ্ণিকায় !"
হায়রে মূঢ় ! মরম-তৃষা
মরীচিকায় তৃপ্তি পায় ?

"রূপের পথের পথিক আমি,
আগুন দেখে আর কি থামি ?
পতঙ্গ ধাই পোড়ার পথে—
দীপের মুখে দীপ্তি ভায় !"

কে যায় ?—"তোমার চিত্তচাতক।"
কোথায় ?—"বোশেখ-অম্বরে !"
কই সে বারিদ, কই সে ধারা,
কাজরী-সুর-ছন্দ রে ?

"আকাশ তাহার দিন-বীণাটির
রোদের তারে দিয়েছে মীড়,
'ফটিক-জলের' দীপকরাগে
এখন যাক্ ফেটে মোর কণ্ঠ রে!"

চলার পথে

এই জীবনের চলার পথে
ভগবান,—
জলস্রোতের মতন কর'
আমায় খর বেগবান্!
হোক্‌না ঘোলা, থাক্‌না মলা,
দাও আমারে স্রোতের চলা,
দাও আমারে কল-ভাষা,
দাও আমারে চল-প্রাণ ;-
মোর বাসনার ব্যাকুলতা
আমায় করুক বলবান।

জড়িয়ে যেন না যাই জটিল
জঞ্জালে,
বাজিয়ে চলি নাচিয়ে চলি
মরণকে চরণ্-তালে ;
গতিরাগের গীতির মতই
চল্‌ব ধেয়ে অথির স্বতই,
তট হ'য়ে দাও আমায় শুধু
তোমার শুভ সঙ্গদান–
এই জীবনের চলার পথে
ভগবান !

ঘামের ফোঁটা

খেল্‌তে খেল্‌তে ফোঁটায় ফোঁটায়
ঘাম্‌ল খোকার রাঙা গাল,
শুকোয়নি জল—না মুছে' কে
রাখ্‌লে মেজে সোনার থাল !
খোলা সিঁদুর-কৌটাতে কে

মোতির-ছড়া গেছে রেখে,
কে তুলে' এ আনলে মরি
নীহার-নাওয়া ফুলটি লাল ?—
রক্ত-মর্ম্মরে কি এল
নির্ঝরেরি জন্মকাল !

পূর্ণ চৈত্র

এই চৈত্র—ঋতুর গোধূলি, বর্ষশেষ ;
আয়ু-শেষ বিদায়ের বেলা
পূর্ণ প্রমোদের মেলা,—
সমুজ্জ্বল উৎসবের বেশ !
দেখে না, যে,
দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে
আসন্ন বিরহ ;—
প্রসন্ন খুসীতে ভরা স্বর্ণ-সমারোহ !—
বিস্ময়ের কথা !
চক্ষে বিন্দু অশ্রু নাই, বক্ষে নাই ব্যথা !

মুখে হাসি,—উগ্রগন্ধ পুষ্পাসব-পান,—
রক্তিম নয়ান ;
‘ভোঁঅরী’-সারঙ বাজে ,—মৌমাছিরা গুঞ্জরিয়া গায়,-
নাচে প্রজাপতি-পরী,—পিক সে বাজায়
মোহকর কামনার বাঁশী ;
এই চৈত্র—চিন্তাহীন, বিভ্রান্ত, বিলাসী।

হায়, মর্ত্ত্য-মানুষ আমরা,—
দুর্ব্বল কোমল চিত্ত বড় মায়া-মমতায় ভরা ;
ভাঙনের কূলে বসি’, শিয়রে রাখিয়া সর্ব্বনাশ,
এই যে মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়া তীব্র উপহাস,
আমাদের কল্পনা-অতীত,—ভয় করে !
এই ভয় জয় করে,
জানিনা সে নির্ভীক কেমন—
কোন্ উপাদানে গড়া মন !...

অশ্রুময় আঁখি,
বিয়োগের, বিদায়ের দিনে—মোরা থাকি
প্রিয়জন-মুখে ম্লান চেয়ে ;
মলিন কপোল বেয়ে
ব’য়ে যায় আঁখি-ঝরা জল ;

করতলে রাখি' করতল,
কি যে কব' ভাবিয়া না পাই—
কণ্ঠ কাঁপে,—কাঁদিয়া ভাসাই !
এই অশ্রু, এই যে বেদনা,
বুঝি না যে-জনা
এই ক্ষুব্ধ রোদনের সমুদ্র-তুফানে
শঙ্কাহীন প্রাণে
কর্ণহীন প্রমোদ-ভেলায়
তুলিয়া হাসির পাল, বাজাইয়া বাঁশী, ভেসে যায়
নিরুদ্দেশে—নির্ব্বিকার,
কে কহিবে রহস্য কি তার !

আজি তবু মনে হয়,—এই ভালো হায় !
যাহা যাবে, যাহা যায়, বিয়োগ, বিদায়,
এ ত' চিরন্তন ;
এরি লাগি' নিত্য যদি মানুষের মন
হাহাকার করে' মরে
অকূল অন্তরে,
মিলনেরে করে ম্লান ভাবিয়া বিরহ,
জীবনের উপকূলে বসি'—অহরহ

মরণের বন্যাভয়ে ভীত-
সচকিত ;
তা' হ'লে ত একান্ত দুর্ব্বহ,

ব্যর্থ এই মানব-জীবন !—
জাগ্রত এ দুঃস্বপনে কিবা প্রয়োজন ?
তার চেয়ে ঢের ভালো—ঐ রঙ্গ-হাসি,
আপনার ব্যথাটারে ব্যঙ্গভরে চলি উপহাসি' ;
যতক্ষণ আছে কিছু, যতক্ষণ আছি—
যতক্ষণ বাঁচি,
পরিণাম-চিন্তা নাই, নাই চাওয়া অতীতের পানে,
অফুরন্ত গানে-প্রাণে পরিপূর্ণ করি' বর্ত্তমান্ এ
পরিপূর্ণ ভাবে আমি থাকি,—
পূর্ণপাত্র হাতে দিক সাকী !

আমার খোকার হাসি

আমার খোকার হাসি,—
ডালিম-ভাঙা-রাঙা ফুলের
প্রথম বিকাশ-বাঁশী।
ফাগুন-হাওয়ার পরশ পেয়ে
পাপড়ি মেলে পলাশ যে এ,
কৃষ্ণচূড়ার আঁচল যেন
আনন্দে উদাসী!

আমার খোকার হাসি,—
আবীর-বাগের গুলাব যেন
স্বপন দেখায় আসি'!
প্রভাত-রবির কিরণ লেগে
রক্ত-কমল উঠ্‌চে জেগে,
সংসারেরি কাঁটায় কে নয়
'কোমল'-অভিলাষী?

নীল পাখী

ঘুম ভেঙে' আজ সকাল বেলায়
যেই উঠেছি জাগি',
হঠাৎ এসে বাতায়নে
বস্‌ল সে এক পাখী
অপ্‌রাজিতার একটি গুছি,
নীল মাণিকের একটি কুচি,
নীল আকাশের টুক্‌রা খানিক—
কার যেন নীল আঁখি।

আলোক এল বর্ষাশেষের
সোনার বাণী ল'য়ে,
বাতাস এল শিউলী-বনের
স্নিগ্ধ সুবাস ব'য়ে।
নীল পাখী সে ক্ষণিক র'য়ে
আবার গেল উধাও হ'য়ে,
শরৎ-রাণীর নীলাম্বরীর
আঁচল-আভাস না কি?

কালো মেঘ

মেঘখানি সে বড়ই কালো
দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়,
দেখ্‌তে পেলাম প্রত্যূষেরি
পূর্ব্ব-সীমা-তটে ;
প্রভাত-আলোয় প্রাণের কালি
মুছলনা তার হায়,—
মেঘখানি সে—হায় কালো মেঘ !
অম্‌নি কালো বটে !

আকাশ তারে হাওয়ার ছলে
বল্‌লে ঠেলে—'সরো,
তুমি ত নও সূর্য্যোদয়ের
সোনার দেশের কেহ ?'
মেঘ বলে—'হায় ! কোথায় যাব,
কোথায় পাব স্নেহ ?—
আঁধার সারা রাতটি হেঁটে
শ্রান্ত আমি বড় !'

মাটির ধরা মর্ম্মরিয়া
ডাক্‌লে তারে কাঁদি'—
'ও কালো মেঘ, হেথায় এস,—
আমিও আর-এক কালো,
আমার কালো মাটির হিয়া
তোমায় দিলাম পাতি'...'
মেঘ কহে—'মোর মাটির দেবি,
তোমায় বাসি ভালো!'

বইল মলিন মেঘের বুকে
বিমল প্রীতির ধারা,
আপনাকে সে বিলিয়ে দিয়ে
শুভ্র হ'ল খাঁটি;
দাঁড়াল দিক-ছুয়ার খুলে'
ছ্যুলোক-অঙ্গনারা—
উঠ্‌ল শত মল্লিকাতে
ভরে' ধরার মাটি!

মুখর আঁধার

অন্ধকারে সম্মুখে মোর
বইচে কল-জলস্রোত—
ও যেন ঐ অন্ধকারের
অন্তরেরি ব্যথা
কান্নাতে আজ ফেটে' পড়ে'
অশ্রুতে হয় ওতঃপ্রোত,
চমকে দিয়ে নিশীথ-নিশার
নিদ্রিত স্তব্ধতা।
থেকে থেকে সজল হাওয়া
শিউরে ব'য়ে যায়,-
ও যেন তার অশ্রু-মাখা
দীর্ঘনিশাস হায়!

কোন্ অনাদি কালের থেকে
এই আঁধারের মন-ক্ষোভ
না জানি সে অনাগত
কোন্ আলোকের লাগি',—

নিত্য নীরব জমে' জমে'
গভীর ব্যথার গোপন ভোগ
শ্রাবণে সে কেঁদে শুধু
বারেক উঠে জাগি'।
ঘরের দুয়ার দিছি খুলে',
নয়নে নাই নিদ্রা-বোধ,-
অন্ধকারের সম্মুখে মোর
বইচে কল-জলস্রোত !

বর্ষা

বর্ষা এল দুষ্টু মেয়ে
উড়িয়ে এলো চুল,
চঞ্চল অঞ্চলের থেকে
ছড়িয়ে যূঁইয়ের ফুল।
বর্ষা এল দুষ্টু মেয়ে—
ঢাক্‌চে সে মুখ, দেখ্‌চে চেয়ে ;

মিশিয়ে হাসি-ভ্রূকুটি সে
হান্‌চে এক অদ্ভুত্‌
অপূর্ব্ব বিদ্যুৎ !

অকাল বন্যা

পথ ভুলে' আজ আশ্বিনে কোন্‌
শ্রাবণ এল সর্ব্বনাশী,—
ঘোর প্লাবনে ভাসিয়ে দিল
সুখ-শরতের সকল হাসি ।
অপরাজিতার নাই নিশানা,
শিউলী-তলায় সাঁতার অ-থই ;
বোধন-দিনে দেশাত্মা অই
রোদন করে ব্যথায় কতই !

ধানের দেশের ধানের ক্ষেতে
একটি ধানের গাছ দেখি না,

আর কিছু নেই চারদিকে এই
শুধুই বানের ধমক বিনা।
ঘর-বাড়ী সব ভাস্‌ছে জলে,
'মরাই' 'গোলা' যাচ্চে ভাসি,
আশ্বিনে মোর অভাগ্য দেশ
ঘর-হারা আজ উপবাসী !

হাট ডুবেচে, বাট ডুবেচে,
কোথায় দাঁড়ায় মানুষ-গরু,
পুরুষ কাঁদে পৌরুষ-হীন,—
বে-আব্রু অন্দরের জরু।
কোথায় আছে রেলের সড়ক্‌,
কোথায় কাছে শুক্‌ন ডাঙা,
সেই খোঁজে আজ ব্যস্ত সবাই,—
চক্ষু সবার ঝাপস্রা রাঙা।

পথ ভুলে' হায় আশ্বিনে কোন্‌
শ্রাবণ এল সর্ব্বনাশী,—
বাঙলা-দেশের কাঙলা মানুষ,
মুছায় কে তার অশ্রুরাশি ?

চক্ষু মেলে' চাও ধনবান,
হে সহরের সৌধবাসী,
ছু-এক মুঠি, ছু-এক কণা,
দাও যা-পারো ভালোবাসি' !

আশ্বিন, ১৩২৯।

চাঁদের আলো

মায়ের কোলে খোকা খেলে—চাঁদের আলো নদীর জলে ;
গভীর স্নেহ মায়ের বুকে—গভীর বারি নদীর তলে।
খোকার হাসি মধুর অতি—চাঁদের আলো মেছুর-জ্যোতি ;
উথলে ওঠে হৃদয় মায়ের—নদীর লহর অধীর চলে।
মায়ের কোলে খোকা খেলে—চাঁদের আলো নদীর জলে !

গৌর-বরণ খোকার গায়ে মায়ের কালো অলক-ছায়া—
গাছের ছায়া পড়ে' পড়ে' নদীর প'রে আলোক-ছায়া।
কচি মুখের কুন্দ-কুচি একটি ছুটি দন্ত-রুচি

আধেক মত বেশ দেখা যায় খোকার অধর-পথের টেরে–
তীরের তরুর ঝরা ক'টি শিউলী ভাসে স্রোতের-ফেরে।

চোখের ভাষা

চোখের ভাষা—চাওয়া,
মণির দুটি প্রদীপ কাঁপে
নীরব লেগে হাওয়া।
ভোরের দুটি ভৈরবী সুর
বাজ্‌ছে মৃদু উজল-মধুর,
ছোট্ট দুটি সুনীল আকাশ
সুরের-আলো-ছাওয়া!

চোখের ভাষা—চাওয়া,
উড়্‌ছে দুটি নীল পাখী ধীর
অলস-পাখা-বাওয়া।
বোধন-দিনের শাঁখ শুনে' যে
অপরাজিতা ফুল ফুটেছে,

চোখের ভাষা ফুলের ভাষা—
মৌন-বিকাশ-পাওয়া।

মাঘ-শেষের দুপুর

মাঘ-শেষের এই দুপুর বেলার
হাওয়াতে,
মোটেই যে মন বস্‌ল না মোর
ঘরের কোণে দাওয়াতে।
বাসনা জোর বইল উজান—
বেরিয়ে গেলাম পেরিয়ে উঠান,
আঁচল-আভাস পেলাম যে কার
চোখের-পলক-চাওয়াতে!

কে ঐ পথে পলাশ-তলার
পাশ থেকে

পালায়,—মুখে আবীর-জরী
সিঁদূর-ডুরী বাস ঢেকে।
রাঙা পায়ের আল্‌তা ঘেমে
পলাশ-তলাই গেছে রেঙে,
বকুল-বনের বাতাস উদাস
তারি সুবাস-শ্বাস লেগে।

মাঘ-শেষের এই দুপুর বেলার
হাওয়াতে,
আমের বনে জাগ্‌ল মুকুল,
প্রথম বীণা পিক সাধে।
মৌমাছি ধায় গুঞ্জরণে,—
নূপুর বাজে কার চরণে?
ফাল্গুনী ঐ দাঁড়িয়ে হাসে
শীতের সিঁড়ির শেষ পাদে।

জাগৃহি

জাগো প্রভু,—জাগো পিতা,—জাগো, জাগো দরিদ্রের
স্বপ্ত ভগবান!
অমৃতের পুত্র নাকি তোমার সন্তান—
অন্নহীন, গৃহহীন, দীন,
নির্বীর্য্য, মলিন—
দ্বারে দ্বারে ফিরে উঞ্ছ মাগি';
তাচ্ছিল্যের তুচ্ছতম মুষ্টিভিক্ষা লাগি',
দাসত্বের পা'য়
অবহেলে আত্মারে বিকায়।...
অপরাধ?—পাপ ইহা?—হায়,
অসহায়—অনন্য-উপায়।

হায় পিতা, তোমার সন্তানে
তুমি ত সৃজ'নি শুধু সূক্ষ্ম আত্মা-দানে?
অস্থিচর্ম্ম রক্তমাংস দিয়া
স্থূল দেহে ক্ষুধাতৃষ্ণা-অধীন করিয়া
পাঠায়েছ যারে

এই দ্বন্দ্বদ্বেষদিগ্ধ দারুণ সংসারে,
যদি সে না পায়
তৃষ্ণায় পানের বারি, অন্ন বুভুক্ষায়,—
রক্তের মাংসের ঋণ পরিশোধ-তরে
অনাত্মসম্মান যদি ঋজু শির অবনত করে
উচ্ছিষ্ট কুড়াতে,—
মান চেয়ে প্রাণের দাবীই যদি বড় হয় তার,
নিগ্রহের ছদ্মবেশী অপরের অনুগ্রহে যায় যদি সে দাবী পুরাতে
ঘর্ম্মক্লিষ্ট দেহশ্রমমূল্যে আপনার,—
অপরাধ ?—অপরাধী কোন্ অপরাধে ?
আর কারো ভাগ নাই তাতে ?

ধনাঢ্য প্রভুত্বস্পর্দ্ধী ঐ সব মহামান্য প্রভু—
ভ্রমেও দেখেছে ভাবি' কভু,
দাস যারা
মানুষ যে তারা,
তাদেরো যে আছে মান,
আছে অনুরূপ প্রাণ—
শীতাতপ-সুখদুঃখ-বোধ ?
অনুগ্রহ ?—অনুগ্রহ নয়,
দান নহে, পরিবর্ত্ত প্রাপ্য-পরিশোধ—

শ্রম নিয়ে অর্দ্ধ-বিনিময় ;
সেই বিনিময়—তাও যোগ্যতার যোগ্য-মূল্য শতগুণ সঙ্কুচিত করি' ;
মূল্য দিয়া ক্রয় নহে—প্রবঞ্চিয়া লয় অপহরি' ;
তবু পায় অশেষ সম্মান,—
অপরের ভাগ্যে অপমান।
সমাজের বিচিত্র বিধান
অসমান।

অসাধারণত্ব কিছু দেখি না ত সাধারণ-অতীত গুণের,—
সেই এক ক্ষুধা-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনের
পূর্ণপরবশ ;
বিশেষত্ব এই—তারা শুধু বিলাসী, অলস,
অহঙ্কারী, অন্যশ্রীকাতর, স্বার্থপর,—
পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী নহে,—নহে ত্যাগী, পরদুঃখমোচন-প্রয়াসী,-
নহে সত্যভাষী ;—
কোন গুণ নাই,—
সর্ব্বদাই
বসে' আছে পুঞ্জীকৃত রজতের স্তূপের উপর
মহেশের বৃষের মতন—
চারিদিকে কাপুরুষ চাটুকারগণ

তুষি' তুষি' স্তুতি-তৃণদলে
কুড়ায় প্রসাদকণা নিত্য নানা ছলে।

জানি প্রভু, তোমার সৃজন
নহে ক্ষুদ্র,—সংক্ষিপ্ত, কৃপণ ;
বৃহৎ অদীন বিশ্ব—বিচিত্র ঐশ্বর্য্যময়ী বিবিধ আহার্য্যপেয়-ভরা
এই ধরা :—
মৃত্তিকার স্তরে স্তরে,
বালুকায়, তুষারে, প্রস্তরে,
গহ্বরে, শিখরে,
তটিনী, সাগরে,
সর্ব্বত্র অজস্র তব দানের সম্ভার
ছড়াইয়া আছে থরে থরে ;—
পশু, নর সকলেরি তরে
মুক্ত তব সদাব্রত দ্বার।

সেই দ্বার রোধ করি' প্রবঞ্চক যাহারা প্রবল
ধরি' নানা ছল
ধর্ম্মভীরু দুর্ব্বলেরে দিতে চায় ফাঁকি—
কভু আত্মীয়ের ভাণে ভুলায় অনৃত স্তোকবাক্যে,

তর্জ্জনী তুলিয়া কভু তিরস্কার হাঁকে
[illegible]
অপরাধী নহে তারা ?—পাপ নহে, ইহা অধিকার ?
মিথ্যা কথা,—করি না স্বীকার।...
দুঃখ হয়,—আসে যে ধিক্কার,
এই মিথ্যা—মিথা বলে' তবু অস্বীকার
করে না ইহারা,
এই সব সর্ব্বহারা
জন্মান্তরবিশ্বাসী সরল
নির্য্যাতিত হতভাগ্যদল
স্বেচ্ছাকৃত আঘাতেরে ভাবি' ধ্রুব অদৃষ্টের ফল
নির্ব্বিবাদে মাথা পাতি' লয়—
সব দুঃখ সয়!

জাগো প্রভু,—জাগো পিতা,—জাগো, জাগো দরিদ্রের
সুপ্ত ভগবান!.
এ আত্ম-বিস্মৃত তব অধম সন্তান
উঠুক জাগিয়া হৃত আত্মার শক্তিতে,
জীবনের বঞ্চিত মুক্তিতে;
সূর্য্যোদয় সম এই নিত্য-সত্য হোক্ দীপ্যমান—

মানুষের অধিকারে সবাই সমান
সব ঠাঁই,
শ্বেত-কৃষ্ণ স্থূল-কৃশ কোন ভেদ নাই।
এই সত্য, এই যে অভেদ,
মিথ্যায় বিকৃত করি' এর মাঝে টানে যারা প্রভেদের ছেদ,
ন্যায় বলি' অন্যায়ের করে প্রবর্ত্তন—
আর যারা জেনে'-শুনে' স্বার্থবশে সে অন্যায় করে সমর্থন,
দৃঢ়কণ্ঠে তাহাদের সে পাপের করি' প্রতিবাদ
আপনার অধিকারে দিক্ ওরা বাড়াইয়া আপনার হাত।—
অসত্যের পদতলে মাথা নত করি,'
অমৃতের পুত্র—ইহা না যায় বিস্মরি'!

ছোট্ট সবুজ পাখী

ছোট্ট সবুজ পাখী,—
তাজা তৃণের সবুজ-কুচি
কাঁপিস্ হাওয়া লাগি'!
নয়া বেতের থোপার সবুজ,
দূর্ব্বা-দেবীর খোঁপার সবুজ,

সবুজ—প্রথম-পল্লবিত

কোন্ সবুজে নীড় বেঁধেছিস্ ?
ছোট্ট সবুজ পাখী !

ছোট্ট সবুজ পাখী,—
ছোট্ট সবুজ পরীর মত
নাচিস্ থাকি' থাকি' !
ছায়া-দীঘির জলে যেয়ে,
তুই কি পাখী আস্‌লি—নেয়ে,
আসার বেলা শ্যাম শেহেলা
অঙ্গে বিলেপ মাখি' ?—
সব সবুজের সেরা সবুজ
ছোট্ট সবুজ পাখী !

ছোট্ট সবুজ পাখী,—
কচি-প্রাণের কাঁচা পুলক
মূর্ত্তি নিলি নাকি !

স্বপন

ঘুমের তিমির-তুবড়ি থেকে
ঝর্‌চ আলোর ফুল্‌ঝুরি,
ফুট্‌চ তুমি কালো পাতার
আবডালে লাল ফুল্‌-কুঁড়ি!

বন্‌-মেহেদির মন্‌-গোপনে
ফাগ্‌-ফল্গুর তুই ধারা,
কাজল-পরা সাঁঝের চোখে
উঠিস্‌ জ্বলে' তুই তারা!

স্বপন তুমি ফাগুন-মায়া,
লুকিয়ে থাকো চুপ করে'
কোন্‌ তুষারে কুজ্ঝটিকায়,—
হঠাৎ হাসো রূপ ধরে'।

স্বপন তুমি সাগরিকা,
নিশীথ-সাগর-জল্‌-তলে

ঘুমিয়েছিলে—জাগ্‌লে পরী,
প্রবাল-পাখা জ্বল্‌জ্বলে !

স্বপন তুমি সোনার স্বপন,—
স্বপন তুমি সুখ্‌-রাণী,—
হাসির ছটায় দীপ্ত কর
রুদ্ধ-দুয়ার বুকখানি !

কবি

সে চলেচে গভীর গতি-রঙ্গে—
মানব-মনের রহস্যময় অন্দরে ;
সে চলেচে নীরবে, নিঃসঙ্গে,
গভীর হ'তে গভীরেরি অন্তরে !
মন্‌-রহস্যের কোথায় রে শেষ কোন্‌খানে,
সে ধায় গোপন সেই সীমানা-সন্ধানে।

কে রহস্যময়ি অয়ি ! কোন্‌ অ-শেষের আবডালে
লুকিয়ে রচো বিশ্বজোড়া আবছায়া সব ভাব্‌-জালে !

কে গুণ্ঠিতা,—ভালের ভূষণ লুকিয়ে জ্বলে কোন্ হীরে ?
সে যে তোমার কর্‌বে হরণ সেই রহস্য-ধনটিরে !
সে যে তোমায় আন্‌বে ধরে' সাথ করে',
মুখের ঢাকা মুক্ত করে' এই বাহিরে—হাত ধরে' ।

ব্যথিতের প্রেম

ফুল ফুটেচে ব্যথিত্-বুকের
গহন-গভীরে,
দেখ্‌বি যদি—মনের নয়ন
মেলিস্ কবি রে !
ফুল ফুটেচে প্রেমের গোলাপ—
কাঁটায়-কাটা রক্ত-বিলাপ,
বড়ই কোমল বড়ই করুণ
মোহন ছবি রে !

ফুল ফুটেচে ব্যথিত্-বুকের
গহন-গভীরে,
পাস্‌নি আভাস ?—একটু দাঁড়া !
যাস্ নাকো ফিরে' ।

ঐ যে উদাস দীর্ঘশ্বাসে
গন্ধ সে তার ভেসেই আসে,
পরাগ যে তার—অশ্রু হ'য়ে
পড়্‌চে ঝরি' রে !

নিদ্রা-হারা

রূপার থালে জ্বালিয়ে থুয়ে
কর্পূরেরি বাতি,
কাহার লাগি' নিদ্রা-হারা
তুমি নীরব রাতি ?
নীলাম্বরীর আঁচল-'পরে
সাজাও নারী, কাহার তরে
অমন করে' থরে-থরে
মোতির মালা গাঁথি' ?

ওই সু-দূরের ছায়া-পথে
ওই অসীমের গায়
আস্‌চে কি সে তোমার প্রিয়—
নূপুর-পরা পায় ?

সেই নূপুরের আভাষ পেয়ে
আছ বুঝি আকুল চেয়ে ?
ব্যাকুল-বুকের কাঁপন লেগে
বাতাস কাঁপে হায় !

রূপার থালে জ্বালিয়ে থুয়ে
কর্পূরেরি বাতি,
কাহার লাগি' নিদ্রা-হারা
তুমি নীরব রাতি ?
সাদা মেঘের মতন, দূরে—
উত্তরী ও কাহার উড়ে ?
নীহার-ভরা নয়ন তোমার
হর্ষাবেগে কাঁদি' !

জীবন ও মরণ

জীবন হ'চ্চে কর্ম্মশালা—
কাজ করে' যাই কাজের ক্ষণে ;
মরণ সে যে প্রিয়ার চুমা—
এলিয়ে-পড়ি আলিঙ্গনে ।

উদ্বোধন

তুমি শুধুই আমার হবে,—
আমি রইব তোমার হ'য়ে ?
তোমার মনেই থাকো তবে
কাজ নেইকো আমার হ'য়ে।
আমার সুখেই আমার দুখেই
রইবে চেয়ে আমার মুখেই,
মদির মোহের নিদের মতন
মোরেই কি এ রাখবে ঘিরে' ?
রুদ্ধ গৃহের গোপন কোণে
মোরেই নিয়ে থাক্‌বে কি রে ?

হা প্রেয়সী ! হা মোহিনী !
হা রূপসী !—মুগ্ধ নারী !
জানো না কি বিশ্ব-নাড়ীর
সঙ্গে মোদের যুক্ত নাড়ী ?
ল'য়ে ধুলো-খেলা মিছাই
ব'য়ে যাবে বেলা কি ছাই,

বিশ্ব-বেলার বালুর কণা
রইব মোরা বিশ্ব ছাড়ি' ?
বনের পাখী রইব খাঁচায়
নিসর্গেরি দৃশ্য ছাড়ি' ?

বিশ্ব-বাসীর প্রতিবেশী
আয় ছুটি আয় বিশ্ব-পথে,
আয় দেখি হায় কাঁদিয়া যায়
কোন্ অভাগা নিঃস্ব পথে।
কে, ভাসে কে চোখের জলে
টানিয়া নে বুকের তলে,
বিশ্ব-দুখে বিশ্ব-শোকে
আয় ছুটি আয় সঙ্গ দিতে ;—
বিশ্ব-সুখের মহোৎসবে
আয় ছুটি আয় সঙ্গ নিতে।

মিলনী

(কবীর)

তুরুক-সূঈ, আর হিন্দু-সূতোয়
সেলাই হবে কাঁথা,—

আঙিয়া, আর চাদর হবে
সে সূঙ্গ-সূতোয় গাঁথা ;
প্রেমিক যোগী যত
পর্‌বে যে সেই বসন নিয়ে
অঙ্গে তাদের স্বত !

কাপড় হবে বোনা—হিঁদু
পোড়েন, তুরুক টানা ;
সেই কাপড়ে তৈরি হবে
কাঁচলি, কাঁথা নানা ।
প্রেমিক যোগী যত
পর্‌বে যে সেই সাধন-বস্ত্র
অঙ্গে নিয়ে স্বত !

তুরুক তেল, আর পল্‌তে হিঁদু,
জ্বালতে হবে আলো,—
দেব্‌-মহলের দেব্‌-আরতি,
চল্‌বে তবেই ভালো ;
প্রেমিক দেবতাটি
সেই আরতি পেলেই খুসী—
সেই আরতিই খাঁটি !

'তুম্বী' তুরুক, হিন্দু সে 'তার',
দিব্যি সেতারখানি ;
সুর বাজে যে সেই সেতারে
বৈরাগ-প্রেম-বাণী ।
সেই পূর্ণসুরের সঙ্গীতে
তৃপ্তি এল প্রেমিক স্বামীর
সারা হৃদয়-মনটিতে !

অপার খেল্

(কবীর)

প্রেমের নয়নে চেয়ে দেখ্, দেখ্
তিনি যে বিশ্বময় ;
হিয়া দিয়া বুঝে' দেখ্ না, এদেশ
আমার—এ মিছা নয় ।
সত্য-নগরী এ সারা জগৎ !—
চিত্ত ভুলায় এর বাঁকা পথ ;
যে পোঁছে, সে যে বিনা-পায়ে চলে'
পোঁছে,—কি বিস্ময় !
সে এক 'অপার খেলা' যে রে ভাই,
প্রেমে মেলে পরিচয় !

শিশু

বসন তোমারে পারেনি বাঁধিতে, মুক্ত বসনাতীত ;
ভূষণ সরমে পড়ে' থাকে পাশে, হে নগ্ন অপরূপ !
ধূলোরে ধন্য করে' ধূলো-খেলা,
মুঠি ভরে' তোলা, তুলে'—ছুড়ে'-ফেলা,
ধূলি-ধূসরতা করে না মলিন তব হাসি, তব রূপ ;
যূথিকার মত শুভ্র হৃদয়—হৃদয় বাসনাতীত !

হাস্য তোমার আদিম ঊষার উদয়-আলোক-ঝরা,
প্রথম দিবার জাগর-ডাগর তোমার পদ্ম-আঁখি।
বাক্য দীনতা-দ্বন্দ্ব-বিহীন,
ধ্বনি-প্রাণ ভাষা উদার-গহীন,
প্রত্যূষ-তপোবন-প্রাঙ্গণে কূজন-মুখর পাখী,—
বিচিত্রসুর লঘু বায়ব্য-বীণাটি সপ্ত-স্বরা !

ক্ষুদ্র গোপাল,—তোমার মাঝারে বিশ্ব যে সীমাহারা,
নিখিল-যশোদা শিহরে তোমারে হেরি' বিস্ময়াহতা ;

তোমার ক্রীড়ার সঙ্গী, হে শিশু,
বালক বুদ্ধ, কিশোর সে যীশু,
তুমি কবীরের পুত্র "কমাল"—ধরা তব পদানতা;
তুমি কাল-জয়ী—জনম-মরণ তব পদ-গতি-ধারা।

গৃহ

সজ্জা-সাজের কী বাকী আর?—
কইবি আমায়, গৃহ!
পাত্‌বাহারের সারির সাড়ী
নয় কি রমণীয়?
দোর তোর বুক, ঐ যে দোরে
দু'-ঝাড় গুলাব—বুকের 'গোড়ে';
অপ্‌রাজিতার সুর্ম্মাতে নীল
তোর বাতায়ন-আঁখি!
ঐ, আঙিনার অশোক-তলায়
আল্‌তা-পরা পা—কি?

আধেক-দেওয়া ঘোমটা মুখে
মোর নবীনা প্রিয়া

সলজ্জ যৌবনের সুখে
সাজালো তোর হিয়া।...
কী চাস্ আরো ?...কী তোর প্রিয় ?...
মুচকি হেসে বল্‌লে গৃহ
মূকের ভাষায়,—"বল্‌তে পারো
বন্ধু তুমি, কবে
'কচি'র কল-কথায় আমার
কণ্ঠ মুখর হবে ?"

ফাগুন-বাতাস

ফাগুন-বাতাস—ব্যাকুল মলয়
দুটি পাখাই সমান চপল—
প্রথম-সৃষ্টি, শেষের প্রলয় !
কচি কিশলয়ের পুঞ্জে
সবুজ স্বর্গ গড়্‌চে কুঞ্জে,
ঝরা-পাতার ঘূর্ণী ঝড়ে
সমান মাতাল সকল সময় !

ফাগুন-বাতাস—ব্যাকুল মলয়,
বোঁটার পুটে ফাটিয়ে কুঁড়ি
ফুটিয়ে কুসুম উজান সে বয়।
সেই উজানের ফাঁকে ফাঁকে
আবার ভাঁটার ভাঙন লাগে,
ফলের ধরা এগিয়ে আসে—
ফুলের মরা আসন্ন হয়!

সন্ধ্যা

দিনের কমল মুদ্‌ল আঁখি
সন্ধ্যা-সাগর-জলে,
নিদ-পাড়ানি বুলায় আকাশ
গভীর ছায়া-ছলে;

রাত্রি আসে কালো-ভ্রমর
আঁধার পাখা ব'য়ে,—
পদ্ম-পাতের পরাগ-ফোঁটা
জ্বল্‌চে তারা হ'য়ে!

চৈত্র

তুমি যে চৈত্র শেষ-বসন্ত—
পূর্ণমুক্ত-দল,
ঋতু-মৃণালের পরাগ-বিভল
উজ্জ্বল শতদল!
কী মধু-মদিরা মর্ম্ম ভরিয়া
ধরণী-অধরে দিয়েচ ধরিয়া,
ভুলেচে সে—সারা 'শিশির' নয়নে
ঝরিয়াছে কত জল!

দিক্-বালা তার সেতারের তারে
হানি' মুহু কুহু-মীড়
শেষ-উৎসব-সুরে দিল ভরি'
আকাশের দূর তীর।
দুলিয়ে বিনোদ বাঁকা বক-বেণী,
শ্রোণীতে মেখলা চম্পক-শ্রেণী
কাঁপিয়ে,—বকুল-অঞ্জলি ঢালে
বন-রাণী নতশির!

তুমি যে চৈত্র শেষ-বসন্ত—
তুমি যে বর্ষ-শেষ—
মধু-উৎসব বাকী আছে যাহা
করো করো নিঃশেষ।
উৎসব-শেষে নব বৈশাখ
বাজাবে রুদ্র আহ্বান-শাঁখ,
উৎসব-স্মৃতি যেন নাহি আনে
মনে কোন ক্ষোভ-লেশ !

অভিন্ন

(কবীর)

মস্‌জিদ্‌ই যদি খোদার ডেরা,ত
অন্য মুলুক কার ?
রাম যদি শুধু তীর্থে মূর্ত্ত,—
কে রাখে বাহির আর ?
পূর্ব্ব দিক্‌টা হরির ত ? আর,
পশ্চিম দিক্ ঐ ?—আল্লার ?
আর সব দিক্—সে সব কাহার ?
এ বুঝা বড়ই ভার !

মস্‌জিদ্‌ই যদি খোদার ডেরা,ত
অন্য মুলুক কার ?

হিয়ার ভিতর, ওরে, খুঁজে' দেখ্‌,
বুঝে' দেখ্‌ একবার,
এখানে রহীম, এখানেই রাম,—
এই কথাটাই সার ।
যত নর-নারী, হে মোর দেবতা,
তুমিই সে-সব—তোমারি রূপ তা' ;
কবীর কে ?—সে যে আল্লা-রামের
সন্তান !...এটা স্থির,
তিনিই আমার গুরুজী এবং
তিনিই আমার পীর !

অন্‌গঢ়িয়া

(কবীর)

ওগো অন্‌গড়া দেবতা আমার,
সেবা করে তব কেবা ?
ওরা নিজ-গড়া দেবতারে পূজে,—
নিত্য যে তারি সেবা !

পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ড স্বামী—
জানে না তাঁরেই, লাজে মরি আমি ;
কবীর কহিছে,—শোন ভাই সাধু,
তাঁহার রাগিণীখানি
যে শোনে, সেই সে তরে' যায় সীমা
এ আমি ভালোই জানি !

প্রশ্নোত্তর

(সত্য কবীর সাখী)

কোথায় থেকে আস্‌লে তুমি,
শুধাই তোমায় তাই,—
তোমার জাতি ?—নাম কি স্বামীর ?—
কোথায় তোমার ঠাঁই ?
"অমর-লোকের থেকে এলাম,
সুখ-সাগরে আমার হে ধাম,
জাতি আমার অজাতি,—আর
অগম-পুরুষ 'সাঁই'।
জাতি আমার আত্মা, ওগো, পরাণ আমার নাম,
অলখ আমার ইষ্ট সে, ঐ গগন আমার গ্রাম !"

আধখানি চাঁদ

আধখানি চাঁদ যায় ভেসে—কার
অলস তরণী,
কে ত্থায় পাড়ি সুদূর নীলের
স্বপন-সরণি।
মোতির নরী খোঁপায় পরি'
খেলায় যত জ্যোতির পরী,
উরস 'পরে উজল ওড়ে
জরীর ওড়নী ;
নীরব নিশি—নিথর দিশি
যূথির বরণী।

আধখানি চাঁদ চায় হেসে—কার
মধুর চাহনি,
বয়ন করে মোহন মায়া
নয়ন-গাহনী।
আকাশেরি অসীম ছেয়ে
খুসীর ঝরা ঝর্‌চে যে এ,

ভূলোক ধরে পুলক-ভরে
ছ্যুলোক-লাবণি ;
আধখানি চাঁদ কাহার চাওয়া
নিখিল-পাবনী !

গোরের 'পরে ফুল

গোরের 'পরে ফুল ফুটেছে
রঙীন ফুলের থর,—
শীতের বুকে নিবিড় শত
অশোক-ফুলের 'নর' !
আসর-ভাঙা সভায় এসে
বাজায় বীণা হায় রে কে সে,
মরার কোলে শিশুর প্রসব—
করুণ, মনোহর !

খোকার পুলক

ছোট্ট খোকার একটুকু প্রাণ—
পুলক না তায় ধর্‌চে গো,
ঐ, হাসিতে কুটিকুটি
হেসেই লুটে' পড়্‌চে গো!
ঘর-পোষা এ পাখীর পাখায়
কে অসীমের হাওয়া লাগায়,
খিড়্‌কি-পুকুর হড়্‌কা-বানে
হঠাৎ বুঝি ভর্‌চে গো!

ছোট্ট খোকার একটুকু প্রাণ—
পুলক না তায় ধর্‌চে গো,
হাজার কথা অফুট কচি
কণ্ঠে যে ভীড় কর্‌চে গো!
একতারাটির তারের 'পরে
কে আজ ধ্রুপদ আলাপ করে,
বিস্ময়ে হায় আমার মুখে
বাক্যটি না সর্‌চে গো!

জাতক

তুমি আস’,—আসিতেছ তুমি চিরদিন,—
চিরন্তন,—সুচির নবীন,—
প্রকাশের হে উৎস চপল !
বসুধার সুখদুঃখ-জন্মমৃত্যু-বন্ধুর উপল
প্রগতি-তরঙ্গে ভরি,’
নির্ম্মল নির্ঝরি,’
ঊষরে পুষ্পিত করি’ আনন্দ-উৎপল,
আসিতেছে প্রাণস্পন্দ নৃত্যছন্দে দুলে’
স্বচ্ছন্দ প্রবল,—
আলোকে আঁধারে নিত্য পা-ফেলে’ পা-তুলে’ !
তোমার চলন-তালে চরণের তলে
শঙ্কিত, স্তম্ভিত কাল...কালজয়ী তুমি ক্রীড়াচ্ছলে !

যতিহীন গতিসূত্রে অপরূপ গীতিমাল্য গাঁথো সৃজনের,-
প্রথম সম্ভব তুমি অ-কল্পিত অ-সম্ভব রহস্যঘনের।
ফুটে ফুল,—বোঁটা টুটে’ প্রত্যহ সে ঝরে
এই মর্ত্ত্য-মৃত্তিকার ’পরে ;

তবু ফুটে' উঠে ফুল—
আকুল মুকুল
স্ফুটন-উন্মুখ সারি সারি
পাপ্‌ড়ির পাখা মেলে' দিয়ে চলে পাড়ি।
এই যে ফুলের ধারা
মৃত্যুহীন—শেষ-হারা,
অ-শেষের অ-মৃতের এই ধারা তুমি।

ঐ তারা তুমি—
অসীমের অন্ধকারে জেগে'
মহাশূন্য থেকে,
অসম্বৃত জ্যোতির্বেগে
বাসনার বাষ্প উৎক্ষেপিয়া,
অন্তরের অসহ উল্লাসে যে তারাটি উচ্ছ্বসি' কাঁপিয়া
অবিশ্রান্ত আবর্ত্তিয়া
ফিরিছে নর্ত্তিয়া
দিক হ'তে দিগন্তরে তাপ বৃষ্টি করে'—
নব নব আলোক ও লোক সৃষ্টি করে'...
তুমি নিখিলের সেই তাপের তাপস
জ্যোতির্ম্ময় ;—সৃষ্টি-তামরস

সে তাপের তপেতে তোমার
রূপে রসে অভিনব
নব নব
এক হ'তে আর
অগণিত দলে
বিকশিয়া চলে ঃ—
জড় চলে আবর্ত্তিয়া প্রাণে,
প্রাণ ধায় আত্মার সন্ধানে,
আত্মা ছুটে পরমাত্মা পানে ;
তারপর জড় ও চেতন
হারাইয়া সীমা-আয়তন
অসীমায় করে আবর্ত্তন ।
তুমি এই রূপ ও অরূপ—
বিবর্ত্তিত অপূর্ব্বের রূপ !

তুমি আবরণাতীত,—মুক্ত,—দিগম্বর,—
উজ্জ্বল-সুন্দর,
সুখদুঃখশোকোত্তর ক্ষয়হীন আনন্দ-ভাস্বর
স্বপ্রকাশ প্রত্যূষ-ভাস্কর ;
নিশান্ত জগৎ জাগে নিদ্রা পরিহরি',
শুনি' তব আলোক-বাঁশরী
শাশ্বত অমর ।...

ফলের ধরা এগিয়ে আসে
ফুলের মরা আসন্ন হয়…

বুকের ভাষা

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য একটাকা

[কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য]

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাবু বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন, যাঁহারা বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্য পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা রাধাচরণ বাবুর সুন্দর কবিতা ও ছোট গল্প নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। তাঁহার লিখিত কবিতাগুলি এমনই ভাবপূর্ণ, এমনই মনোহর এবং এমনই সরল সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত যে, তাঁহার কবি-প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। এই কবি যখন ছোট গল্প লেখেন, তখনও তিনি গদ্য-কাব্য লিখিয়া বসেন, এই 'বুকের ভাষা'ই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই সংগ্রহ-পুস্তকে তিনি যে কয়েকটি গল্প লিখিয়াছেন, তাহা ছোট এবং তাহা গল্প; সুতরাং ইহাকে ছোট গল্পের বই বলিলে ঠিক কথাই বলা হয়। 'বুকের ভাষা'র যে কোন গল্প পড়িয়াই মনে হয় যে সুন্দর সুললিত ছন্দে লিখিত গদ্য-কাব্য পড়িতেছি, তখন গল্পের আখ্যান-ভাগের দিকে আর চাহিতে ইচ্ছা করে না—শব্দের ঝঙ্কার, বর্ণনার মাধুর্য্য মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহা বলিয়া গল্পের আখ্যান ভাগ যে তেমনই সুন্দর, অতি অল্প কথায় তেমনি অভিব্যক্ত, এ কথা বলিতেই হইবে। আমি রাধাচরণ বাবুর এই সংগ্রহ-পুস্তকখানির প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিতেছি।

১৪ই শ্রাবণ
১৩৩৭

(স্বাঃ) শ্রীজলধর সেন
[রায় বাহাদুর]

i